সম্প্রীতি

শশাঙ্ক দাস

নো জাজ্‌মেন্ট, চাই এ্যাটাচ্‌মেন্ট
নয় ভাল-মন্দের বিচার।
এসো বন্ধু একাত্ম হই
মিলে-মিশে গড়ে তুলি-
এক নতুন সমাজ।

আমাদের সকলেরই আছে কিছু
দোষ বা গুণ।
কারো দোষ ধরে
নিজেকে অতি ভাল মনে করে,
পুড়ো না কো ইগোর আগুনে।

দাঁড়ি-পাল্লার বাটখারা উল্টিয়ে দেখ
যেমন ভার উল্টে যায়,
কাউকে জাজ্‌ করার আগে
নিজের দিকে বাটখারাটা বসিয়ে দেখ-
নিজেও হতে পারো ভারী
যাকে দোষী ভাবছো
তার চেয়ে।

আবার নিজেকে ভেবো না হেয়,
তুমি যা হতে পারো নি।
খুলে দেখ দুয়ার -
অবারিত অনেক কিছু তোমার।
তাকিয়ে দেখ ফানেলের সরুনলে
চোখে দিয়ে,
বড় প্রান্ত সামনে ধরে-
আহ্‌ কি বড় কি বড় এই জগত।
সামান্য একটার পিছু না ধেয়ে -
চেষ্টা করে দেখ অন্য কিছু।
তুমিও হতে পারো অন্য কেউ,
না হলে সমাজপতি,
হতে পারো সমাজ সেবক,
রাজনীতিবিদ বা বড় খেলোয়াড়।
যা তুমি পাওনি, তা ছেড়ে
যা তোমার হাতের মুঠোয়
তা দিয়ে তুলে ধর নিজেকে।

ঘৃণা আর হিংসা ঝেড়ে,
ভালোবাসো এই পৃথিবীকে
পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী ও বস্তুকে।
নিজেকে হারিয়ে ফেলার ভয় থেকে
জাগিয়ে তোল আত্মবিশ্বাসে।

দেখ নীতিবান একজন হয়ে,
কতটা আত্মবিশ্বাস আসে
না হারানোর ভয়ে।
নীতির জগতে, অনীতির বড় সংসয়।
পায়ের নীচে মাটিরাও সরে যায়।
তখন হাজারো আকুতি
মাটি ফিরে পাবার।

তুমি যে কাদা ছুড়ছ
তা বুমেরাং হয়ে আসছে
তোমাতেই।
সুতরাং নয় কোন কাদা ছুড়াছুড়ি।
কাদাকে থাকতে দাও কাদার জায়গায়,
ফুলকে তুলে সাজিয়ে নিয়ে এস।
কর প্রীতির আদান-প্রদান।
তেমনি বন্ধ হোক-
গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, জাতি ও জাতিতে
রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে এবং ধর্মে ও ধর্মে,
হিংসা, দ্বেষ, হানা ও হানি।
বন্ধ হোক ছোড়া-ছুড়ি বোমা ও গুলি।
এসো একতাবদ্ধ হই সকল
প্রাণীকূল ও উদ্ভিদকূল।
আমাদের সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের তরে।